লোলজিহ্বা
গার্গী ভট্টাচার্য

Loljihva

===

Gargi

Bhattacharya

লোলজিহ্বা

= = =

গার্গী ভট্টাচার্য

নরেন্দ্র মোদির মৃত্যুর এক বৎসর পরে উনি রাহুর দায়িত্ব ভার নেবেন ও এই জগৎ থেকে অযথা বিজ্ঞানের ক্রিয়াকর্ম কমে যাবে। মানুষের দরকারে বিজ্ঞান থাকবে। অযথা এই বিভাগ আর বাড়ানো হবেনা। রাহু ইজ আ সায়েন্টিস্ট। তাই এর শক্তি কমে গেলে জগৎ থেকে বিজ্ঞানের অহেতুক বাড়বাড়ন্ত যা কিনা মনুষ্য জীবনে ত্রাসের সৃষ্টি করছে তা কমিয়ে দেবে। যা সত্যিই আমাদের উন্নত করবে ও সমাজের ভালোতে লাগবে তা থেকে যাবে। ব্যাড সায়েন্স ও সায়েন্স ইনকর্পোরেশান বন্ধ হয়ে যাবে। জগৎ আবার জৈবিক হয়ে উঠবে।

একটা সময়ের পরে সেল্ফ রিয়েলাইজড্ গুরুরা শিষ্য নেওয়া বন্ধ করে দেন । তারপর আর তাঁরা কাউকে নিজ শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করেন না । তাই দেখা যায় আজ বহু পুরাতন নামী গুরুগণ আছেন যাঁদের কেউ আর শিষ্য হননা ।

সন্ত নামদেব , তুকারাম এনারা যেমন পুরনো দিনের নামী সন্ত ছিলেন অনেকটা আরকি । সেরকম । একটা উদাহরণ দিলাম মাত্র ।

মনের গভীরে সব আত্মাই জানে যে কেউ রাজা হোক্ অথবা ভিখারী সবারই নিজস্ব একটা জীবনের ছন্দ থাকে আর

তাই আত্মাগণ প্রতিবার আসে ধেয়ে এই জগতে নানান দেহ ধারণ করে সেইসব অভিজ্ঞতা গুনো লাভ করতে । এই এসেন্স গুলো নিতে । কারো কাছে রাজা হওয়া ভালো আর কেউবা পথিক ও ভবঘুরে হয়ে জীবন কাটাতে আগ্রহী । কাজেই এই যাওয়া আসা চলতেই থাকে ।

বহু বলিউড অভিনেতা একই জিনিস করে যা শাহরুখ করেছে তবে ও বেশি করেছে । যেমন প্রীতি জিন্টা দামটা ঠিক হলে শয্যায় চলে যায় । অমৃতা সিং এর কোম্পেন ও এসকর্ট সার্ভিস এর সাথে যুক্ত । আবার জীতেন্দ্র অভিনেতা রাজ

কিরণকে উন্মাদ করে দেন। সেই কালা জাদু দিয়ে কম্পিটিটর মনে করে। কাজেই বর্তমান জগতে এগুলি স্বাভাবিক ঘটনা। আবার আমির খান বুঝে শুনে করে কিন্তু শাহরুখ একটু সীমার বাইরে চলে গিয়েছে। ওর বাবা ও মা মারা যাবার পর থেকে নিজ দিদি লালরুখকে নিয়মিত ধর্ষণ করতো যা তার বোনকে মানসিক রুগীতে পরিণত করে দেয়।

আর তার বিয়ে দেয়না যাতে করে ডার্টি লন্ড্রি বাইরে না চলে আসে। আবার সলমান খান আদতে এতো মন্দও নয় অথচ সমাজে ওকে মানুষ চেনে অত্যন্ত

খারাপ এক লোক ও প্রায় ক্রিমিন্যাল বলে। সলমানের পিতামাতা খুবই জেনেরাস্ ও সলমান মানুষকে রক্ষা করতে ও দান করতে অভ্যস্ত। তবুও তাঁর পদবী তাঁকে কাঠগোড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু অন্যান্যরা অনেক কিছু করে। আর শিল্পীদের মাফিয়ার মত কাজ করা অনুচিত। বলিউড মানুষকে গুন্ডা ও ধান্দেওয়ালিতে রূপান্তরিত করে দেয় যা উচিৎ নয় কারণ এরা আসে শিল্পী হতে। সবাই নির্মল চিত্তের হয় সাধারণত: কারণ নির্মল না হলে ভালো আর্টিস্ট হওয়া সম্ভব নয় কিন্তু এই ইন্ডাস্ট্রি

মানুষকে ক্রিমিন্যালে বদলে দেয় নাহলে শিল্পীরা হয়ত প্রাণ নিয়ে বাঁচতে সক্ষম হবেনা।

কাতার, মরক্কো, সুদান সবাই আই এস আই এস কে চাঁদা দেয় । আরো দেশ রয়েছে। তবে সৌদি আরবের প্রিন্স বিন সলমন একজন রাজকুমার তাই ওকে ফাঁসায় লোকেরা কারণ সে অন্য ধর্মান্ধ মুসলমানদের কথায় কর্ণপাত না করে নিজের মত মহিলাদের জন্য কাজ করে ও সমাজ সংস্কারের কাজ করে। ভগবানরা রাক্ষসদের মতন সরাসরি যুদ্ধ করেনা বরং ওদের হিলিং লাইট একটু বেশি

করে ফেলে দেয় আর তাতেই কাৎ ডিমনরা কারণ তারা ঐ পূর্ণ জ্যোতি সহ্য করতে অক্ষম। তাই গডদের সাথে বেশি শক্তি নিয়ে খেলা করলে সমূহ বিপদ হতে পারে।

লক্ষ্মণ স্বামী রমণ আশ্রমের অডিটরকে মেরে ফেলেছে বাণ মেরে । অতি অল্প বয়স ছিলো তাঁর । কিন্তু আজব অসুখে মৃত ।

সব গডই সমান শক্তিমান । কেউ ক্ষুদ্র বা বৃহৎ নয় । ওটা আমাদের দম্ভ যে আমরা এখানে বসে বসে ওনাদের নিচু বা উঁচু দেখাই । এঁরা বৈদিক যুগের মাইনর গড আর ওনারা মেজর গড , এইরকম বলে কিছু হয়না । যাঁকে ভালোলাগে তাঁর অর্চনা করো । আর পরবর্তী স্টেপে উন্নীত হও । নতুবা তোমার ডানপাশে বক্ষের অন্দরে রয়েছে তোমার পরমাত্মার সাথে

ডাইরেক্ট হটলাইন । রাইট সাইড অফ্ ইণ্ডর চেস্ট । সেখানে হাত দিয়ে সুপ্রিম গডহেডের সাথে যোগসুত্র স্থাপণ করে নাও ও অর্চনা শুরু করো দেখবে মনে উত্তর পেয়ে যাবে । যেই ঈশ্বরের অচিন্ত্য শক্তি দিয়ে সব হয়েছে সেই পরমেশ্বর তোমার সাথে যুক্ত হবেন ও তোমাকে পথ দেখাবেন যদি তোমার সদিচ্ছা থাকে তাঁর সাথে যুক্ত হবার ।

এই একটি পথ যেখানে একবার পা দিলে উপায় আসবেই । যদি পথ ভুলে যাও তখন আবার বাতি নিয়ে কেউ চলে আসবে পথ দেখাতে । তোমার সদিচ্ছা

থাকতে হবে। মোক্ষ হবার বার্নিং প্যাশান থাকতে হবে । সেই ইচ্ছাটা অন্যসব বাধাকে সরিয়ে দেবে দুইহাতে । এটা গ্যারান্টিড্ ।

আমার ছোট মাসীকে দেখতে বাংলা চলচ্চিত্র অভিনেত্রী সোমা দে এর মতন ।

কাজেই রঙীন চরিত্র ওনার ।

তার মেয়ে এক জাঙ্কি । আমার পৈত্রিক সম্পত্তির ভাগ আমি পাইনি । সে ঐ টাকা নিয়ে এম আই টিতে পড়তে গিয়েছে । ভালো কথা । কিন্তু ওখানে গিয়ে মাদকে আসক্ত হয়ে যায় । পরে দেশে চলে আসে

। যাদবপুরে পড়াতো । কিন্তু ওখানে ড্রাগস নিতে হয়ত পারতো না বাসা তো কলকাতায় তাই এখন দিল্লীতে আছে আই আই টিতে পড়ায় আর এক ড্রাগ কার্টেল এর সাথে যুক্ত হয়ে পড়েছে আর ছাত্রদের মাঝে মাদক বিক্রি করে ও এক্সট্রা টাকা কামায় আর নিজেও সেক্স র‍্যাকেটে জড়িয়ে পড়েছে ওখানে । নাম ডঃ ঈশানী গুহ । দিল্লী ইউনিভার্সিটির গোল্ড মেডেলিস্ট । এইহল প্রফির রূপ । যার কাজ ছাত্র চয়ন করা । এর মাতাজী আমাকে আক্রমণ করছে কারণ আমি এগুলি লিখছি এই বলে যে আমি সেল্ফ পাবলিশড্ অথার আর বাংলায় লিখি

কোনো বড় প্রকাশক আমার বই ছাপেনি- কি হাগা পাদা লিখি আমি ; এই ভাষায় আমাকে গালি দিচ্ছে। অথচ আমার অনেক বই দেজ পাবলিশিং মার্কেটিং করেছে। আর তার থেকেও বড় কথা মর্ডান হাই স্কুলে আমার লেখা পড়ানো হয়েছে। হিন্দু কাউন্সেল অফ অস্ট্রেলিয়া আমাকে যে ফাইনালিস্ট করে সেখানে যিনি জেতেন উনি অস্ট্রেলিয়ার এক প্রখ্যাত পুরস্কার পাওয়া নারী আর ওঁর সাথে কম্পিট করে আমি ফাইনালিস্ট হই ল্যাঙ্গুয়েজ ক্যাটাগরিতে। যে কোনো লেখক নিজ মাতৃভাষাতেই সবচেয়ে ভালো নিজেকে প্রকাশ করতে

সক্ষম অবশ্যই যদি সে সেই ভাষাটা জানে । আর বাংলায় লেখা মানে এই নয় যে অন্য ভাষায় অনুদিত হবেনা কখনো । আমার ওয়ার্কস্ সম্পর্কে কিছু না জেনে এই নন গ্র্যাজুয়েট মহিলা এইসব কথা বাজারে রটাচ্ছে স্রেফ হিংসায় অথচ নিজের মেয়ে এক ক্রিমিন্যাল সমাজের চোখে যার ওপরে এখন পুলিশের নজর পড়ে গিয়েছে ।র্সমাজে কমোশান ও নুইসেন্স ক্রিয়েট করছে বলে ।

শৈশব থেকে আমাকে গালি দিয়ে এসেছে যাতে আমার কোনোদিন ভালো না হয় । আর এর হেড হল এর মা অর্থাৎ আমার

দিদিমা। এই মহিলা এর মেয়ে ও নাতনি অর্থাৎ আমার দিদিমা, মাসী ও কাঞ্জিন এই তিনজন ছিলো প্রাচীন ভারতের ধান্দেওয়ালি। দিদিমা কোঠেওয়ালি আর মাসী ও তার কন্যা সেখানে পতিতা ছিলো। এদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য আমাদের মতন উত্তম আত্মাগণ এদের সাথে এনার্জি জোড়ে কিন্তু এরা উন্নতি না করে নেমে যায়। আমার দিদিমার ৫০ জন্ম পতিতাবৃত্তিতে কাটবে ও যেটোর।

আমার মাতুলালয়ের অনেক আত্মা অত্যন্ত উন্নত সোল ও স্বেচ্ছায় এদের সাথে এনার্জি এনট্যাঙ্গেল করেছিলো কিন্তু এই

শয়তানের গ্রুপ আমার মায়ের পতনের জন্যও দায়ী হয় । এই দিদিমাই আমার মাকে ফুঁসলায় আমাকে সম্পত্তি না দিয়ে নিজের ছোট মেয়ে ও তার কন্যাকে দান করতে । আমার এক মাঈমাকেও অ্যাবিউজ করে সংস্কৃত নিয়ে পড়েছে বলে তবুও উনি ন্যাশেনাল স্কলার ছিলেন কিন্তু যেহেতু সংস্কৃত তাই গালাগালি খান । এখন আমেরিকায় উচ্চপদে কর্মরতা উনি । দিদিমারা জানেনা যে বিদেশে এই ভাষা নিয়ে চর্চা হয় ও কম্পিউটারে এই ভাষা প্রয়োগের বিষয় নিয়ে গবেষণা হয় । বিদেশীরা এগুলি নিয়ে চর্চা করে যা আমরা করিনা, সংস্কৃত নিয়ে লেখাপড়া

ও গবেষণা । দিদিমার পতিতার জীবন ১০০ বৎসর করে হবে প্রতিটা ।

আরেক কাজিন আছে সে অনকোলজিস্ট আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাস করে ও কর্মরত আর ওখানেই পড়েছে। আমি তাকে ডিপ্রেশানের ব্যপারে প্রশ্ন করেছিলাম তো সে নাকি জানেনা এদিকে ক্যান্সারের রুগীদের ভালই ডিপ্রেশান হয় । আর সে জানেনা যে ডিপ্রেশান উন্মাদনা কিনা । আর জানলেই বা বলবে কেন ? এহল তার মায়ের কথা ।

এই মেয়েটি সামনের জন্মে অন্ধ হয়ে জন্মাবে ও জন্মের সময় মা মারা যাবে ও

বাবা হয় ডাইভোর্স করে চলে যাবে অথবা আগেই পালাবে। একই বংশে জন্ম নেবে এই মেয়ে যা এই জন্মে হয়েছে আর অসম্ভব দুখী হবে । রেল পড়বে কিন্তু বিয়ে হবেনা । অত্যন্ত একলা জীবন কাটবে তার। স্বার্থপরতার ফল স্বরূপ।

অনেক জন্মান্ধ লোকের বিবাহ হয় কিন্তু এর কোনো সাথী জুটবে না । এর মাতাজীও এরই মতন স্বার্থপর ও শয়তান । এরা আবার ভারত সেবাশ্রমের ভক্ত । অনেক দান করে। কিন্তু স্পিরিচুয়ালিটি বিগিন্স অ্যাট হোম্ । অত্যন্ত স্বার্থপর কার্যকলাপ ও দান করে চলেছি তাতে

কোনো পুণ্য লাভ যে হয়না সেতো দেখাই যাচ্ছে ! প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারি একবার রমণ মহর্ষির সাথে দেখা করেন। মহর্ষি ভেতরে ছিলেন। ছুটে এসে দুই হস্তে ওনার পা দুইখানি ডলে দেন। তাতে উনি লজ্জায় পড়ে যান। যে এতবড় একজন সাধু ওনার পায়ে হাত দিলেন!

ওনার দুই পায়ে কষ্ট হচ্ছিলো কারণ উনি সারাটা ভারত চষে বেড়াচ্ছিলেন কাজে। তখন মহর্ষি বলেন , তোমাকে আরো চলতে হবে যে তাই পা দুটিতে আমি মালিশ করে দিলাম।

এই কথোপকথন এই জন্য লিখলাম যে সত্যকারের সাধুরা কত নির্মল ও হাল্কেল হন । তাঁদের নিকটে যদি স্বার্থপরতা নিয়ে যাও তাহলে ফল মন্দই হবে ।

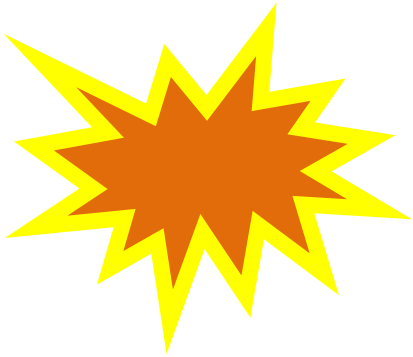

বিজেপীর জয় অনেকটা শিশুপাল বধের কথা মনে করিয়ে দেয় । শিশুপালের যখন ১০১ তম পাপ হয়ে যাবে তখন তাকে মেরে ফেলবেন কৃষ্ণ এই ছিলো শর্ত । ফেক্ ভোট দিয়ে জেতা কোনো নব প্রথা নয় ভারতে কিন্তু ওরা ত্রাসের সৃষ্টি করেছিলো । এবার ওদের তাড়িয়ে দেবে পার্লামেন্ট থেকে মার দিয়ে ও অপমান করে । ঠিক শিশুপালের মতন ।

আর রবীন্দ্রনাথকে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তন্ত্র টেররিস্ট বলবে । তার পরিবারকে হেনস্তা করবে , মেয়েদের শ্লীলতাহানি করা হবে দেওয়ালে, বাজারে ও ডার্ক

নেটে কারণ এই ব্যাক্তি অন্যের জিসম নিয়ে খেলতো এবার ঠাকুর বাড়ির ঠাকুরীদের সাথে একই জিনিস হবে।

ভবিষ্যতে ঠাকুরবাড়িকে বেশ্যাবাড়ি বলে চিহ্নিত করবে লোকে। যা আদতে ওদের আদিম ব্যবসা ছিলো।

তাই ওদেরকে কোঠা বলা হবে ঠাকুর বাড়ি না বলে।

এবার আমার একটি অভিজ্ঞতা লিখে শেষ করি। আমি যখন সেল্ফকে অনুভব করি তখন দেখি যে আমি স্থির হয়ে বসে রয়েছি আর আমার কোথাও আর

যাবার নেই। একটি শান্ত চিত্তের অনুভূতি হয় আমার যে আমি স্থিতিতে পৌঁছে গিয়েছি আর এটাই পার্মানেন্ট অবস্থা। এতটা শান্তি আমি জীবনে কোনোদিন পাইনি ঐ স্টেটে গিয়ে আমি যা অনুভব ও উপলব্ধি করি। একে সমাধি বলে কিনা আমি জানিনা তবে ঐ স্টেটটা খুবই সুন্দর ও প্রোফাউন্ড। চিরসুন্দর, শাশ্বত ও আমার চেতনায় এখনও ভাস্বর।

সমাপ্ত